

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

93243 - বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে রোযা পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফদিয়ার পরমাণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

আমার বাবা বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে অক্ষম হয়ে গোটো রমজান মাসে রোযা রাখতে পারেননি। এই রোযাগুলোর কাযা পালন করার আগাই বাবা মারা গছেন। দরদিরদেরকে অর্থ দানরে মাধ্যমে আমরা তাঁর রোযার কাফফারা আদায় করছি। পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে, অর্থ দিয়ে কাফফারা দয়োর সটো আদায় হবো না, খাদ্য দিয়ে কাফফারা আদায় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা কি তাহলে পুনরায় কাফফারা আদায় করব? এবং সটোর পরমাণ কত?

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক :

মালকৌ, শাফয়ৌ ও হাম্বলৌ মাজহাবরে জমহুর (অধিকাংশ) আলমেরে মতানুযায়ী অর্থদানরে মাধ্যমে রোযার ফদিয়া আদায় যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াজবি হল খাদ্যদানরে মাধ্যমে রোযার ফদিয়া আদায় করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর যাদরে জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবো, তাদরে কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪] ইবনে আব্বাস রাদয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতরে তাফসরিবে বলছেন: “আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- অশীতপির বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাযারা রোযা পালনে অক্ষম। তাঁরাউভয়ে প্রতদিনরে বদলে একজন মসিকীন খাওয়াবনে।” [এটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারি (৪৫০৫)]

‘ফাতাওয়াল লাজনাদ্ দায়মি (১০/১৯৮) তে এসছে: “যখন ডাক্তারগণ এই সদিধান্ত দনে যে আক্রান্ত রোগরে কারণে আপন রোযা পালন করতে পারবনে না এবং এ রোগ থেকে সুস্থতাও আশা করা যায় না তখন আপনাকে বগিত ও আগত মাসগুলোর প্রতদিনরে পরবির্তে একজন মসিকীন খাওয়াতে হবো, যার পরমাণ হল দশৌয় খাদ্যদ্রব্য যমেন খজের বা অন্য কোন খাদ্যরে অর্থ স্বা’। আপন যদি ছুটে যাওয়া দনিগুলোর সম সংখ্যক দনি একজন মসিকীনকে রাতরে বা দুপুররে খাবার খাইয়ে থাকনে তবে তা যথেষ্ট হবো। কিন্তু অর্থদানরে মাধ্যমে ফদিয়া দলি সটো যথেষ্ট হবো না।” সমাপ্ত।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অতএব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি অথবা এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না তারা প্রতিদিনের পরবির্তে একজন মসিকীন খাওয়াবনে। এর পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য যমেন গম, খজুর, অথবা চাল ইত্যাদি এর অর্ধ স্বা'। অর্ধ স্বা প্রায় ১.৫ কঃগ্রাঃ এর সমান। [দখেন- ফাতাওয়া রমজান, পৃষ্ঠা- ৫৪৫]

তিনি চাইলে পুরো মাসের ফদিয়া মাস শেষে একসাথেও আদায় করতে পারেন। যমেন ধরুন একমাসের ফদিয়া হবে- ৪৫ কলিগ্ৰাম চাল। তিনি যদি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে মসিকীনদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ান সটো আরো ভাল। কারণ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটি করতেন।

দুই: আপনারা যদি কোন আলমেরে ফতোয়ার উপর ভিত্তি করতেন তবে দ্বারা ফদিয়া আদায় করে থাকেন তবে এ ফদিয়া পুনরায় আদায় করতে হবে না। আর যদি আপনারা কাউকে জিজ্ঞাসে না করে নিজেরাই তা করে থাকেন তবে সে ক্ষত্রে ওয়াজবি হবে পুনরায় খাদ্যের মাধ্যমে ফদিয়া আদায় করা। এটি অধিকতর সতর্কতা অবলম্বিত ফতোয়া এবং আপনাদের বাবার দায়মুক্তির ক্ষত্রে অধিক নিরাপদ। আল্লাহ আপনাদের বাবাকে রহম করুন ও তাঁকে ক্ষমা করে দনি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।